Bodhsandhya
Eleven Edition
May, 2008

দ্বাদশ বর্ষ,
একাদশ সংখ্যা
মে, ২০০৮

প্রকাশক ঃ
বোধসন্ধ্যা
এস - ৪৩৯, গ্রেটার কৈলাশ
পার্ট - টু
নিউ দিল্লী - ১১০০৪৮

প্রচ্ছদ
শম্পা সরকার (দাস)

মুদ্রাক্ষর বিন্যাস, মুদ্রণ ও অলংকরণ
রমা চক্রবর্তী
ডি-৬৩০, চিত্তরঞ্জন পার্ক
নিউ দিল্লী - ১১০০১৯
ফোন ঃ ৪১৬০৩৯৯৬ / ৯২১৩১৩৪৪৮৭

সমান্তরাল

তনুকা ভৌমিক এন্দ

ভাতের গ্রাস মুখে তুলতে গিয়ে
তোমার কথা ভাবি —
তোমার বাড়িতে রান্না হয় একবেলা।
বিশ কিলোমিটার পথ হেঁটে গিয়ে, কাঠ বেচে
হাতে পাও পঁচিশটা টাকা।
তাও দশ টাকা যায়
দারোগাকে ঘুষ দিতে।
কারণ, আদিবাসী মেয়ে
আজন্ম দেখে আসা অরণ্যের সম্পদে
অধিকার নেই তোমার।

আমাদের শহরে
বইয়ের ব্যাগ কাঁধে
ফিট্‌ফাট্ পোশাকে
স্কুলে যায় কত ছেলেমেয়ের দল।
মনে পড়ে যায়,
তোমার দশ বছরের ছেলেটা
ছাগল চরাতে গিয়ে
পায়ে-পায়ে ঘুরে আসে
তোমাদের গাঁয়ের ছোট্ট ইশকুলের ধারে,
মারে উঁকিঝুঁকি।
ডেকেও নেন দিদিমণি।
কিন্তু তুমি ওকে ছাড়িয়ে নাও
গরীবের ঘরে, কি লাভ
লেখাপড়া ক'রে?

আর তোমার বড় মেয়েটা
অনেক বড় —
বারো বছর বয়স হবে...
একা হাতে সামলায় সংসার,
ছোট-ছোট ভাই বোনকে দেখে,
যখন তুমি কাঠ বেচতে যাও শহরে।
তার পড়াশুনো?
সে কথা তো ওঠেই না

সে তো পরের ধন
আজ বাদে কাল
বিয়ে হয়ে চলে যাবে
তোমাদেরই মতন আর এক গরীবের সংসারে।

তাই ভাবি,
এই একবিংশ শতাব্দীতে
বেশ চলেছে আমাদের সমান্তরাল জীবন
যেন আমরা
দুই ভিন্‌গ্রহের মানুষ।

চিনতে পেরেছি

চন্দনা দত্ত

চিনতে পারিনি, স্বীকারে কোনও মিথ্যা নেই।
বলে না দিলে নতুন পরিচয়ে ডাকতাম তোমায়
চেনা বর্ষার শরীর, চেনা চিবুক
চেনা চিকুর দোলায় গোপন সুখ
মিলেমিশে স্থির চিত্র যেন
আমার মেঘদূত মনে হয়েছিল।

নিপুণ বাঁধাছাঁদা
দূয়ারে প্রস্তুত বরযাত্রী হাঁকাহাঁকি
নিকষ কালো ও গয়নার নৌকা
প্রতিশ্রুতি জড়ানো শরীরে,
মেঘ ক্ষ্যাপানো মেঘনা,
বুকে দ্রুত মরাল ছায়া।
সব চিনি — মনে হয় এখন চিনেছি।

অকারণ মেঘনা — দাঁড়িয়ে দেখে আমাদের
বাঁশঝাড়ের মাথায় অস্থির জাফরী রোনে
আমার আঙ্গুলের মাঝে স্থির চয়নিকা
কে কাজল পরলো চোখে
তুমি না মেঘনা —
এবার চিনতে পেরেছি সব
চেনা মুখ, চেনা ঢেউ আর সব চেনা।

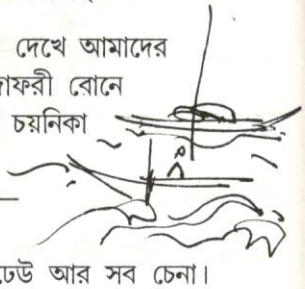

পড়াশুনো

তনুকা ভৌমিক এন্দ

শুধু পরীক্ষার নম্বর পাবি বলে নয় —
লেখাপড়া ভালবাসি বলে তোকে পড়াই।

তোর হাত ধরে ঝাঁপ দিই
অঙ্ক, বিজ্ঞান, সাহিত্যের সমুদ্রে।
পাকা জহুরীর মতো চেনাই মুক্তো।
একসাথে সাঁতরাই দুজনে।
কখনও তোর কিশোর চোখে ধরা পড়ে
অদেখা প্রবাল।
ঐশ্বর্য বাড়ে আমার।

তোর সাথে ইতিহাস পড়তে বসে
তোর হাত ধরে হয়ে যাই
মরুভূমির পথে যাযাবর
আবার কখনও সম্রাট আকবর
দিল্লির মসনদে।
কখনও সংস্কৃত স্তোত্রের মন্ত্রে
মুখরিত হয় প্রাচীন তপোবন
আবার পাশে চলতে চলতে
তোকে চিনিয়ে দিই সন্ধির বাঁকা অলিগলি।

প্রকৃতির কত রহস্য
ভালবেসে, একাগ্রতায়, জেদের বশে
টেনে বার করেছে মানুষ।
তাই আজকে জটিল অঙ্কে দেখতে পাই
সুন্দর নক্‌শা
তাই আমাদের দেহযন্ত্রের ভারসাম্য
মনে এনে দেয় রাগিনীর অপূর্ব মূর্চ্ছনা।

এত সুন্দর এই পৃথিবী
এত সৌন্দর্য এর অণু-পরমাণুতে
এত রহস্যমাখা হাতছানি
এর প্রতিটি বাঁকে,
দেখবি তুই?
আয়, তোর চোখে পরিয়ে দিই
আমার মুগ্ধতার কাজল —
দেখিস্, নম্বরের নেশায়
চোখ যেন ঝাপসা না হয়।

অনেক পথ

চন্দনা দত্ত

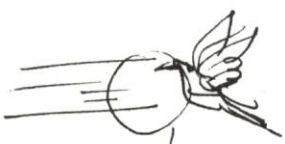

এখনো অনেক পথ, বহু বাঁক
মমতা, অসহিষ্ণু কিছু ছায়া
নদী নামে অঙ্গে তার
অজস্র সঙ্কোচ ভার
উপত্যকা ফিরে চায় লতার
সবুজ আভাস।

সেও পুড়ে খাক
ক্ষিপ্রগতি অবসন্ন কর
তবু নিও না অবসর
সম্মুখ উন্মুখ সময়
দীনকরে ভিক্ষা চায়
অসহায়, তীক্ষ্ণ তীর
অন্ধকারে গলি ধ'রে ছোটে।

লক্ষ্মী এখানে নয়
শীতলক্ষ্যা বহু দূর, বহু ক্রোশ
আড়িয়াল, কীর্তিনাশা সপ্তরথী হয়ে
মিত্র নাশে, কীর্তিনাশে অভিমন্যু রথ।
মেঘনার মেঘ বুকে, গুচ্ছে ভরা ঘ্রাণ
নিঃশেষে তুলে নেয় আমন, আউশ
চুরি করে সপ্‌সপ্, ধানের আলের পথে
ভৈরব বাজার।
এসব শুনেছি বহু
কও কিছু আজকের কথা
সীমানার ধার ধরে কিছু কি পড়েছে চোখে
কাঁটা তার, আলের পরের কৃষ্ণকলি, বিস্তৃতবিস্তার
আর সূর্যের জ্বালা নিয়ে
জাগে কোনও মানুষের সংসার।